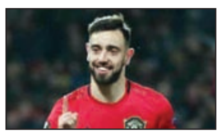

চাহিদা তুঙ্গে

পরের ট্রান্সফার উইন্ডোয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ব্রুনো ফার্নান্ডেজকে নিতে মরিয়া বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ।

রহস্যে মোড়া নাইটরা হায়দরাবাদের সামনে

আবু ধাবি, ১৭ অক্টোবর : অধিনায়ক বদলেছে। ভাগ্য বদলায়নি।

কম্বিনেশন বদলেছে। জয় আসেনি। পরিবর্তে দলের কঙ্কালটা বেরিয়ে পড়েছে নতুনভাবে।

এমন অবস্থায় গত রাতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে লজ্জার হারের রেশ নিয়েই আগামীকাল আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ম্যাচ শুরু ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটেয়। ফলে ডেভিড ওয়ার্নার-জনি বেয়ারস্টো-রশিদ খানদের স্কিলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশে মরুদেশের প্রবল গরমের সঙ্গেও লড়তে হবে ইয়োন মরগ্যানের দলকে।

৮ ম্যাচে নাইটদের পয়েন্ট এখন

প্রবল চাপে মরগ্যান-বাজ

৮। লিগ টেবিলে আপাতত চতুর্থ স্থানে শাহরুখ খানের দল। কিন্তু গত রাতে মুম্বই ম্যাচের মতো অবস্থা চলতে থাকলে খুব দ্রুত প্লে-অফের কথা ভুলে যেতে হবে নাইটদের। ব্যাটিংয়ের অবস্থা তথৈবচ। বোলিংয়েও ছন্দ নেই। কোনওদিন দারুণ। আবার পরের ম্যাচেই নিতান্ত সাধারণ। ফিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও ছবিটা একই। সমস্যা সমাধানের উপায় কী? স্পষ্ট জবাব নেই কেকেআরের অন্দরে। এর মধ্যে নাইটদের প্রাক্তন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীর প্রতিযোগিতার মাঝপথে নেতা বদলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। গম্ভীর বলেছেন, 'আমার মনে হয় না মরগ্যান দলের সমস্যা মেটাতে পারবে বলে। নেতৃত্ব বদলের সিদ্ধান্ত নিলে সেটা মরশুমের শুরুতে নিতে হত। শুধু অধিনায়কের সঙ্গে কোচের দারুণ সম্পর্ক হলেই মাঠে সাফল্য আসে না।' গম্ভীর সরাসরি না বললেও ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের সঙ্গে মরগ্যানের দারুণ বন্ধুত্বই নাইটদের সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে না। ক্রিকেটে এমনটা হয় না। আর সাফল্য আসবেই বা কী করে?

বোলাররা ব্যর্থ হচ্ছেন। ব্যাটসম্যানরা টি২০ খেলছেন বলে মনেই হচ্ছে না। সঙ্গে রয়েছে সুনীল নারায়ণকে নিয়ে রহস্য। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ম্যাচের পর নারায়ণের বোলিং অ্যাকশন নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। তিনি বল করতে পারবেন না, এমন কথা কোথাও বলা হয়নি। অথচ তারপর থেকেই নারায়ণকে সাজঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিয়েছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। ম্যাচে নিয়মিতভাবে তাঁর অভাব টের পাচ্ছে দল। অথচ কিছু করার নেই। গতকাল ক্রিস গ্রিনকে নিয়ে 'ফাটকা' খেলা হয়েছিল। তাঁকে দিয়ে মরগ্যান বোলিং ওপেনও করান। কিন্তু রোহিত শর্মা-কুইন্টন ডি ককদের সামনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি গ্রিন। ব্যাট হাতে রান করলেও প্যাট কামিন্সের থেকে দল বল হাতে সাফল্য চায়, এটা বোধহয় অজি পেসার ভুলে গিয়েছেন নিজেও। আচমকাই প্রাক্তন অধিনায়ক হয়ে যাওয়া দীনেশ কার্তিকের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। গতকালও চার নম্বরে নেমে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। মরগ্যান-আন্দ্রে রাসেলরা চেষ্টা করলেও সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না। কেন এমন হচ্ছে? সেই প্রশ্নের জবাব কেকেআরের অন্দরে নেই কোথাও। গতরাতে ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ইয়োন মরগ্যান তাঁর হতাশা লুকোতে পারেননি। তিনি বলে দিয়েছেন, 'আমাদের কোনও কিছু ঠিক মতো হয়নি। মুম্বই যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে। এই ম্যাচ থেকে অনেক শিক্ষা পেলাম আমরা। সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে হবে বাকি ম্যাচে।'

আচমকা নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে ১১ ওভারে ৬৬-৫ থেকে ১৪৮ করার পরও রোহিত-ডি ককের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে পড়ে এভাবে হারতে হবে, মরগ্যান ভাবেননি। ভাবার কথাও নয়। আগামীকাল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ থেকে কেকেআরের ভাগ্য কী বদলাবে? পরিসংখ্যান বলছে, অতীতে কেকেআর বনাম হায়দরাবাদের মোট ম্যাচ হয়েছে ১৮ বার। যার মধ্যে ১১ বার জিতেছে কেকেআর। ৭ বার হায়দরাবাদ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর সানরাইজার্সের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও জিতেছিল কেকেআর। যা এবারের আইপিএলে প্রথম জয় নাইটদের। ওয়ার্নার-বেয়ারস্টোদের বিরুদ্ধে কাল কি ফের জয়ে ফিরবেন মরগ্যানরা? ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে হায়দরাবাদ লিগ টেবিলে কেকেআরের ঠিক পরেই রয়েছে পঞ্চম স্থানে। নিজামের শহরের দলের ব্যাটিং ভালো হলেও ভুবনেশ্বর কুমার চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর থেকে বোলিংয়ের মান পড়েছে। এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নয়া শুরুর লক্ষ্যে কাল মাঠে নামার আগে আজ পুরো দিনটা রিটজ কার্লটন হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে কাটালেন নাইটরা। তার মধ্যেই নয়া অধিনায়ক মরগ্যান ও কোচ ম্যাককুলাম দলের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর সঙ্গে বারদুয়েক বৈঠক করেছেন বলে খবর। সেই বৈঠকে নিশ্চিতভাবেই দলের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে জয়ে ফেরার রাস্তা, নারায়ণকে খেলানো নিয়ে আলোচনা- সবই হয়েছে বলে খবর। সন্ধ্যার দিকে আবু ধাবি থেকে কেকেআরের এক কর্তা মোবাইলে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'দ্রুত সব নতুনভাবে শুরু করতে হবে আমাদের। না হলে প্লে-অফের স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে।' এমন যাতে না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য ক্যাপ্টেন মরগ্যানকে দলের অন্দরের রহস্য সমাধান করতেই হবে। নিজামের শহরের বিরুদ্ধে সেই রহস্য উন্মোচনের পর্ব শুরু হয় কি না, দেখার।

মোট ম্যাচ ১৮
কেকেআর জিতেছে ১১ বার। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ জিতেছে ৭ বার।
২৬ সেপ্টেম্বর প্রথম পর্বের ম্যাচে কেকেআর জিতেছিল ৭ উইকেটে।
খেলা শুরু ভারতীয় সময় বিকেল ৩.৩০ মিনিটে।

জিমে সময় কাটালেন আন্দ্রে রাসেল। বোলিং অনুশীলন কমলেশ নাগারকোটির।

লিভারপুলে ১০০ গোল সালাহর

লিভারপুল, ১৭ অক্টোবর : অমীমাংসিত 'মার্সেই ডার্বি'-তে নজির মহম্মদ সালাহ। লিভারপুলের জার্সি শনিবার শততম গোলের দেখা পেলেন মিশরীয় তারকা। ম্যাচের ৭২ মিনিটে বাঁ-পায়ের ট্রেডমার্ক শটে গোলের সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। তবে নজির গড়ার দিনে দলকে জয় এনে দিতে পারলেন না সালাহ। দুইবার এগিয়ে গিয়েও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এভার্টনের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল লিভারপুল।

ম্যাচের তৃতীয় মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সাদিও মানে। তবে তা ধরে রাখতে পারেনি জুরগেন ক্লপবাহিনী। ১১ মিনিটে চোট পেয়ে রক্ষণের স্তম্ভ ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের বেরিয়ে যাওয়াটা বড় ধাক্কা লিভারপুলের জন্য। ১৯ মিনিটে এভার্টনকে সমতায় ফেরান মাইকেল কিন। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচের রাশ নিজেদের দখলে রেখেছিল লিভারপুল। ৭২ মিনিটে নিজের শততম গোলে রেড জায়ান্টদের এগিয়ে দিয়েছিলেন সালাহ। তবে শেষরক্ষা হয়নি। ৯ মিনিট পর গোল পরিশোধ করেন এভার্টনের ডমিনিক কালভার্ট-লুইন। তবে গুডিসন পার্কে ভাগ্য এদিন সহায় ছিল এভার্টন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির। প্রথমার্ধে এভার্টন গোলরক্ষক জর্ডন পিকফোর্ড লিভারপুলের ভ্যান ডায়েকতে বিশ্রী ফাউল করলেও তা রেফারির চোখ এড়িয়ে যায়। ৯০ মিনিটের মাথায় রিচার্লিসন জোড়া হলুদ কার্ডে মাঠ ছাড়লেও সমস্যায় পড়তে হয়নি দশজনের এভার্টনকে। পাশাপাশি ম্যাচের শেষলগ্নে জর্ডন হেন্ডারসনের গোল ভিএআরের সাহায্যে বাতিল করলেন রেফারি। এদিনের ড্রয়ের ফলে ইপিএলে জয়ের দৌড় থামল আন্সেলোত্তির এভার্টন। ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগটেবিলের শীর্ষে হামেস রডরিগেজরা। তিন পয়েন্ট পিছনে দুই নম্বরে গতবারের চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল। অন্য ম্যাচে চেলসি ৩-৩ গোলে সাদাম্পটনের বিরুদ্ধে ড্র করেছে। ১৫ ও ২৮ মিনিটে গোল করেন চেলসির টিমো ওয়েনার। ৪৩ মিনিটে ড্যানি ইঙ্গস ব্যবধান কমান। ৫৭ মিনিটে ২-২ করেন সাদাম্পটনের চে অ্যাডামস। ৫৯ মিনিটে কাই হাবার্টজের গোলে আবার এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। শেষলগ্নে জ্যানিক ভেস্টারগার্ড সাদাম্পটনকে ১ পয়েন্ট এনে দেন।

ক্রীড়ামন্ত্রী মিথ্যা বলছেন : রোনাল্ডো

তুরিন, ১৭ অক্টোবর : নেশনস লিগের ম্যাচ খেলে তুরিনে ফেরার পর ইতালির করোনা আইন ভঙ্গ করেছেন বলে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা নস্যাৎ করে দিলেন জুভেন্তাসের পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। বর্তমানে করোনা সংক্রামিত রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছিলেন ইতালির ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেনজো স্পাদাফোরা। উত্তরে রোনাল্ডো বলেছেন, কথাটা 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। তাঁর কথায়, 'এক ভদ্রলোক, আমি তাঁর নাম করতে চাই না, শুনেছি অভিযোগ করেছেন আমি নাকি ইতালির করোনা আইন ভেঙেছি। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ফিরে আসা অবধি কোয়ারান্টিনে রয়েছি এবং আগামী ১০ দিন এইভাবেই থাকব। আমি বাড়ির একটি তলায় একা থাকছি, আমার পরিবারের সদস্যরা আরেকটি তলায় রয়েছে। করোনা আইন মেনে আমাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ নেই।'

গোয়ায় কৃষ্ণা, সঙ্গী ইনমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : গোয়ায় পা রাখলেন এটিকে মোহনবাগানের স্ট্রাইকার রয় কৃষ্ণা। সঙ্গী দলের নতুন তারকা ব্র্যাড ইনমান। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকল সামলে গতকাল দুইজনে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এদিন গোয়ায় পা রাখলেন তাঁরা। টিম অনুশীলন শুরুর করে দিলেও কোভিড প্রোটোকল মেনে আপাতত দুইজনকেই হোম-কোয়ারান্টিনে থাকতে হবে। এদিকে হুগো বৌমাসের নাম ঘোষণা করল মুম্বই সিটি এফসি। এফসি গোয়া ছেড়ে এবার মুম্বইয়ে হয়ে খেলতে দেখা যাবে আইএসএলের এই তারকা ফুটবলারকে। অপরদিকে, গোয়ায় স্বদেশি ব্রিগেড নিয়ে অনুশীলন শুরু করল ওড়িশা এফসি। এদিকে, রাফায়েল আগাস্তোকে ছেড়ে দিল বেঙ্গালুরু এফসি।

ধাওয়ানের শতরানে শিখরে ফিরল দিল্লি

শারজা, ১৭ অক্টোবর : সাপ-লুডোর খেলায় কখনও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, আবার কোনও দিন দিল্লি ক্যাপিটালস শীর্ষস্থানের দখল নিচ্ছে। এদিনের রাতটা ছিল দিল্লির। শিখর ধাওয়ানের (৫৮ বলে অপরাজিত ১০১) প্রথম আইপিএল শতরানে চেন্নাই সুপার কিংসকে ৫ উইকেটে হারিয়ে এক নম্বর স্থানে ফিরল তারা। ৯ ম্যাচ খেলে দিল্লির পয়েন্ট এখন ১৪।

টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়ার পর প্রথম ওভারেই ধাক্কা খায় চেন্নাই। তৃতীয় বলেই স্যাম কুরানকে ফিরিয়ে দেন তুষার দেশপান্ডে। খাতা খোলারও সুযোগ পাননি চেন্নাইয়ের মেকশিফট ওপেনার। সেই ধাক্কা চেন্নাই কাটিয়ে ওঠে ফাফ ডুপ্লেসি ও শেন ওয়াটসনের পার্টনারশিপে। ৪৭ বলে ডুপ্লেসি ৫৮ রান করেন। ২৮ বলে ৩৬ রান করেছেন ওয়াটসন। প্রথম উইকেটে তাদের ৮৬ রানের জুটি চেন্নাইয়ের বড় স্কোরের ভিত গড়ে দেয়। কিন্তু সেই সুবিধা নিতে পারেননি মহেন্দ্র সিং ধোনি। ৫ বলে ৩ রান করার পর তাঁকে ফিরিয়ে দেন আনরিচ নর্তজে (৪৪/২)। অধিনায়কের ব্যর্থতা অনেকটাই পুষিয়ে দেন রবীন্দ্র জাদেজা ও আম্বাতি রায়াডু। ইনিংসের শেষ ২১ বলে ৫০ রান যোগ করে তারা ১৭৯/৪ স্কোরে পৌঁছে দেন চেন্নাইকে। রায়াডু ২৫ বলে ৪৫ ও জাদেজা ১৩ বলে ৩৩ নিয়ে অপরাজিত থেকে যান। দুজনেই চারটি করে ছক্কা মেরেছেন। কাঁধের চোট সারিয়ে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার মাঠে নামতে পারলেও চোট সমস্যায় এদিনও একাদশের বাইরে থেকে যান ঋষভ পন্থ। তবে দিল্লিকে এদিন সবচেয়ে ভুগিয়েছে মিডল ওভারে দুই স্পিনারের উইকেট তুলতে না পারা। অক্ষর প্যাটেল (৪ ওভারে ২৩ রান) নিয়ন্ত্রিত বোলিং করলেও রবিচন্দ্রন অশ্বীন (৩ ওভারে ৩০ রান) সেটাও করতে পারেননি। রানতাড়ায় নেমে প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় দিল্লিও। দ্বিতীয় বলেই পৃথ্বী শ-কে ডাগআউটে ফিরিয়ে দেন দীপক চাহার। কিছুক্ষণ পর দীপকের (১৮/২) দ্বিতীয় শিকার হন আজিঙ্কা রাহানে (৮)। এই সময়টায় দীপকের নিয়ন্ত্রিত সুইংয়ের সামনে অস্বস্তিতে ছিলেন দিল্লি ব্যাটসম্যানরা। সুযোগ কাজে লাগিয়ে টানা চার ওভার তাঁকে দিয়ে বল করিয়ে নেন ধোনি। দীপকের স্পেল শেষ হওয়ার অপেক্ষাতেই যেন ছিলেন ধাওয়ান। উলটোদিকে বারবার মুখ পরিবর্তন হলেও তাঁর শট খেলা আটকাতে পারেননি স্যাম কুরান, ডোয়েন ব্রাভোরা। বল একটু শর্ট পড়লে পুল, আর ফুল লেংথে থাকলে সোজা ব্যাটে শট খেলেই ১৩ বছরের আইপিএল কেরিয়ারে নিজের প্রথম শতরান তুলে নেন গব্বর। গত বছরই কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে তিনি ৯৭-এ আটকে গিয়েছিলেন। এদিনও আরও একটু হলেই শতরান হাতছাড়া করে বসেছিলেন ধাওয়ান। ৯৯ রানে থাকার সময় আম্পায়ার কট বিহাইন্ড দিলেও ডিআরএস নিয়ে তিনি জীবন ফিরে পান। শ্রেয়স ২৩ ও মার্কাস স্টোয়িনিস ২৪ রানে আউট হয়ে গেলেও ফিনিশিং টাচ দিয়ে চলতি প্রতিযোগিতায় দিল্লির সপ্তম জয় এনে দেন অক্ষর (৫ বলে অপরাজিত ২১)। শেষ ওভারে ১৭ রান দরকার পরিস্থিতিতে জাদেজার বোলিংয়ে তিন ছক্কা হাঁকিয়ে এক বল বাকি থাকতে তিনি ম্যাচ বের করে দেন। দিল্লি ১৯.৫ ওভারে পৌঁছে যায় ১৮৫/৫ স্কোরে।

শতরানের আনন্দে দিল্লি ক্যাপিটালসের শিখর ধাওয়ান।

উৎসবের প্রস্তুতি মোহনবাগান তাঁবুতে। ছবি : ডি মণ্ডল

আজ আই লিগ ট্রফি বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : সাজোসাজো রব মোহনবাগান তাঁবুতে। একইসঙ্গে শহরের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে রবিবাসরীয় উৎসব উদযাপনের প্রস্তুতিও। সেই মার্চে হওয়া চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাদ আবার ট্রফির মাধ্যমে নতুন করে নিতে চলেছেন সবুজ-মেরুন জনতা। কিছুদিন আগেই ফেডারেশন এবং মোহনবাগানের তরফে ঘোষণা করা হয়, এবার চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি পাবে মোহনবাগান। শুরুতে ১৭ সেপ্টেম্বর ক্লাব তাঁবুর কথা বলা হলেও পরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোভিড প্রোটোকলের কথা মাথায় রেখে স্থান বদলে বাইপাসের ধারে যুবভারতী সংলগ্ন একটি পাঁচতারা হোটেলে ১৮ তারিখ এই ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে জানানো হয়। সেই কাঙ্খিত দিন শেষপর্যন্ত এসেই গেল। এদিন থেকেই ক্লাব তাঁবু জমজমাট। যেহেতু মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে একটি পাঁচতারা হোটেলে, তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষের প্রবেশাধিকার রাখা হয়েছে। যার জন্য সকাল থেকেই ক্লাবে সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য অতিথিদের জন্য শুরু হয় কার্ড বিলি। এরপরেই সাজানো শুরু হয় ক্লাব। সবুজ-মেরুন আলোতে ঢেকেছে লন ও তাঁবু। তার আগে শুক্রবার ক্লাবে বিশাল এক টিফো নিয়ে হাজির হয়েছিলেন কিছু অত্যুৎসাহী সমর্থক। তাঁরা ওই টিফো নিয়েই রবিবার ট্রফির সঙ্গে শোভাযাত্রায় শামিল হবেন। এদিন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই সমর্থকরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন রবিবারের উৎসবের জন্য। হেদুয়া পার্ক, হাওড়া, দেশপ্রিয় পার্ক ও ধর্মতলা থেকে সবুজ-মেরুন রঙের চ্যাম্পিয়ন লেখা বিশালাকায় বেলুন এদিনই আকাশে ছাড়া হয়েছে। যা ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। সকাল এগারোটায় ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠানের পরে হোটেলের বাইরে থেকেই শুরু হবে শোভাযাত্রা। যা শেষ হবে গিয়ে ক্লাব তাঁবুতে। সেখানে বিশাল সংখ্যায় সমর্থক উপস্থিত থাকতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। তার আগেই অবশ্য উত্তর কলকাতায় মোহনবাগান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ট্রফি ঘিরে চলবে উৎসব। ট্রফির সঙ্গে লম্বা বাইক র‍্যালিও হতে পারে বলে খবর। রবি ও সোমবার হাওড়া ব্রিজ সজ্জিত থাকবে সবুজ-মেরুন আলোতে।

এসসি ইস্টবেঙ্গলের নতুন লোগো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : অবশেষে আইএসএলের প্রচারে এসসি ইস্টবেঙ্গল। শনিবারের বারবেলায় প্রকাশ্যে এল লাল-হলুদের নতুন লোগো। সরকারিভাবে এসসি ইস্টবেঙ্গল নামও এদিনই জানাল এফএসডিএল।

মাঝে বেশ কিছুদিনের ডামাডোলের পরেও নিজেদের কাজ যথারীতি করে গিয়েছেন শ্রী সিমেন্ট ইস্টবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের কর্তারা। ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি হলেও প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র নিজেদের নাম-লোগো-লাইসেন্সিংয়ের ব্যাপারে এএফসির ছাড়পত্র না আসায়। আইএসএল-ও সদ্য প্রশাসনের দায়িত্বে আসা কর্তাদের বারণ করে ছাড়পত্র না আসা পর্যন্ত ফুটবলারদের তালিকা প্রকাশ করতে। ফলে স্কট নেভিলের নাম সরকারিভাবে জানালেও আর কোনও ভারতীয় বা বিদেশির নাম জানাতে পারেননি প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা কর্তারা। ফলে এসব নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে একটা উদ্বেগ ছিলই। বিশেষ করে ক্লাবের লোগো, নাম নতুন করে হবে কি হবে না, তা নিয়েও প্রতিবেশী ক্লাবের সঙ্গে চলেছে আকচা-আকচি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুটোই বদলে গেল। এদিনই প্রকাশিত হল ক্লাবের নতুন লোগো। যেখানে মাঝের মশালটা থাকলেও বাইরের গোল চক্রের মতো অংশের নীচের দিকে চলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল নামটা, ওপরে শুধুই জ্বলজ্বল করছে এসসি। আর এই দুইয়ের মাঝে দুইদিকে রয়েছে তিনটি করে তারা। লোগোর ওই গোল অংশের ওপরের দিকে লাল আর নীচের সামান্য অংশে হলুদ রং করা হয়েছে। এই ছয়টি তারার মানে জানতে চাইলে এসসি ইস্টবেঙ্গলের তরফে জানানো হয়, আলাদা করে কিছু মানে নেই তবে একটি তারকাখচিত দলকে বোঝাতেই এটা অলংকার হিসাবে রাখা হয়েছে। যেহেতু আইএসএলে কোম্পানির নাম ব্যবহার করা যায় না, তাই এখানে এসসি অর্থে স্পোর্টিং ক্লাব। তবে এএফসি কাপে পরবর্তী সময়ে সুযোগ পেলেও এই নামই থাকবে বলে জানিয়েছেন কর্তারা। এদিকে, শনিবারই অ্যান্থনি পিলকিনটন ও অ্যারন আমাদি হলওয়ের চুক্তির কথা সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। শুক্রবার পৌঁছানোর পর এদিন সারাদিনটাই বিশ্রামে কাটান কোচ-ফুটবলাররা। বিশেষ করে বিদেশিদের জেট ল্যাগের সমস্যা ছিলই। এছাড়া এদিন লিগের তরফে প্রথম কোভিড পরীক্ষা হয় সবার।

পুরোনো লোগো: EAST BENGAL CLUB KOLKATA

নতুন লোগো: SC EAST BENGAL

শীর্ষে পিএসজি

নিমস, ১৭ অক্টোবর : প্রথম দুই ম্যাচ হেরে অভিযান শুরু করলেও চলতি লিগ ওয়ানে ছন্দে ফিরছে প্যারিস সাঁ জাঁ। আর শুক্রবার রাতে নিমসকে ৪-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে উঠে এল তারা। যেখানে জোড়া গোল করলেন ফ্রান্সের তারকা স্ট্রাইকার কিলিয়ান এমবাপে। ৭ ম্যাচে পিএসজি-র পয়েন্ট ১৫। ঘরের মাঠে নেমে নিমস ১২ মিনিটের মধ্যে দশজনে হয়ে যায়। যার সুযোগ নিয়ে গোটা ম্যাচে রাজত্ব করে পিএসজি। ৩২ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে পিএসজি-কে এগিয়ে দেন। ৭৭ মিনিটে আলেসান্দ্রো ফ্লোরেঞ্জি ব্যবধান বাড়ান। ৮৩ মিনিটে এমবাপের দ্বিতীয় গোলে চালকের আসনে বসে পরে পিএসজি। ৮৮ মিনিটে পাবলো সারাবিয়া নিমসের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন।

কুম্বলের জন্মদিনে শুভেচ্ছা বিরাটের

দুবাই, ১৭ অক্টোবর : করোনা আবহেও আইপিএল-ম্যানিয়া ক্রিকেট বিশ্বে। টিভিতে চোখ রেখেই যার স্বাদ নিচ্ছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ব্যাট-বলের রঙিন টক্করের মাঝেই আজ আবার বার্থ-ডে সেলিব্রেশন। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হেড কোচ অনিল কুম্বলের স্পেশাল দিন। সকাল থেকে শুভেচ্ছার বহর। আর যে তালিকায় একদম ওপরের দিকে বিরাট কোহলি। ৬১৯ টেস্ট উইকেটের মালিককে পঞ্চাশতম জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিরাট টুইটারে লিখেছেন, 'অনিল ভাই জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা। দিনটা দারুণ কাটুক।' বিরাটের সঙ্গে তিক্ততার কারণেই ভারতীয় দলের হেড কোচের দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হন কুম্বলে। এদিন সেই তিক্ততায় প্রলেপ বিরাটের। প্রাক্তন হেড কোচ তথা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম কিংবদন্তিকে শুভেচ্ছায় সামনের দিকে তাকানোর বার্তাটাই যেন দিলেন বিরাট। কোহলি ছাড়াও বার্থ-ডে বয় কুম্বলেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন সতীর্থ যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র শেহবাগ, ভিভিএস লক্ষ্মণরাও।

যুবরাজ সিং

কঠিন সময়ে সবসময় উজ্জীবিত করেছো। হ্যাপি বার্থ ডে জাম্বো। ভারতীয় ক্রিকেটে তোমার অবদান, উঠতি ক্রিকেটারদের তুমি যেভাবে গাইড করেছে, তা অমূল্য। হাফ সেঞ্চুরিতে অনেক ভালোবাসা, শুভেচ্ছা রইল।

বীরেন্দ্র শেহবাগ

সরকারিভাবে আমার উইকেট সংখ্যা ১৩৬। সংখ্যাটা আরও একটা বাড়বে। সেটা অত্যন্ত দামি। ব্যাটিং করার সময় অনিলভাইকে পরামর্শ দিয়েছিলাম বিপক্ষের অফস্পিনারকে মারতে। তা করতে গিয়ে ৮৭ রানে আউট হয়ে যায়। সরি অনিল ভাই। তবে আজ হাফ সেঞ্চুরির জন্য অভিনন্দন।

গৌতম গম্ভীর

ইনিংসে দশ উইকেট নেওয়া থেকে মাথায় ব্যান্ডেজ নিয়ে বোলিং, ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি ম্যাচ উইনারকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

ভিভিএস লক্ষ্মণ

আরও অনেক এরকম দিন ফিরে আসুক তোমার জীবনে। আমাদের শিখিয়েছো, কখনও হাল না ছাড়তে। জন্মদিন ও আগামী দুর্দান্ত একটা বছরের শুভ কামনা।

আড়াল থেকে দায়িত্ব পালনে খুশি রমন-সুদীপরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : সাত বছর পর আই লিগে মহমেডান স্পোর্টিং। খুশির জোয়ারে ভাসছেন ক্লাবকর্তা থেকে সমর্থকরা। সোমবার এফসি বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে 'নিয়মরক্ষার ম্যাচ' ভুলে এখন সেলিব্রেশন মোডে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অভিনন্দনের বন্যায় ভাসছেন সচিব শেখ ওয়াসিম আক্রাম থেকে ফুটবল সচিব দীপেন্দু বিশ্বাসরা। সেই উচ্ছ্বাসের জোয়ার থেকে অনেকটাই দূরে সাদা-কালোর প্রশিক্ষক শাহিদ রমন কিংবা গোলরক্ষক কোচ সুদীপ সরকার।

প্রচারের আলো থেকে নিজেদের দূরে রেখে কাজ করে গিয়েছেন। দিনের শেষে ক্লাবকে সাফল্যের মুখ দেখিয়েছেন। সেটাকেই প্রাপ্তি হিসেবে দেখছেন নাইজিরিয়ান 'বাঙালি' শাহিদ রমন। আই লিগ কোয়ালিফায়ারে ইয়ান ল-র সহকারী হিসেবে ছিলেন। কিন্তু ইয়ান বহিষ্কৃত হওয়ার পর দলের ব্যাটন সামলেছেন দক্ষতার সঙ্গে। দলকে আই লিগে তোলার পর মৃদুভাষী রমনের প্রতিক্রিয়া, 'সাত বছর পর মহমেডান আই লিগে খেলছে। এটা বড় ব্যাপার। ক্লাবের জন্য দুর্দান্ত ব্যাপার। তবে আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। আই লিগে ভালো খেলতে হবে। সেখানে জিততে না পারলে এই সাফল্যের দাম থাকবে না।'

গতবারের দলের সিংহভাগ ফুটবলারদের ধরে রেখেছিলেন সাদা-কালো কর্তারা। সেটাকেই সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে দেখছেন রমন। বাংলায় সাবলীল নাইজিরিয়ান প্রশিক্ষকের কথায়, 'দলে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বরং কিছু দক্ষ ফুটবলার যোগ করা হয়েছিল। সেটার ফল মিলেছে।' আই লিগে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। তবে অকুতোভয় সাদা-কালো ব্রিগেডের কোচ। রমনের সাফ কথা, 'নতুন চ্যালেঞ্জ ফুটবলারদের ভালো খেলতে উদ্বুদ্ধ করে।' ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে পড়া মহমেডানে এখন নতুন স্বপ্নের ভোর। রমন কৃতিত্ব দিচ্ছেন ক্লাব ম্যানেজমেন্টের ইতিবাচক মানসিকতাকে। আলাদা করে প্রশংসা করলেন গোলরক্ষক কোচ সুদীপ সরকারের। আই লিগ কোয়ালিফায়ারে গোলের নীচে অনবদ্য প্রিয়ান্ত সিং। সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন সাদা-কালো শিবিরের অভিজ্ঞ গোলরক্ষক কোচ সুদীপ। বজবজের বাসিন্দা প্রাক্তন গোলরক্ষকের কথায়, 'আমার সঙ্গে প্রিয়ান্তদের সম্পর্ক দাদা-ভাইয়ের। ফুটবলারদের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশতে পারা সাফল্যের মূলমন্ত্র।' আই লিগের মঞ্চেও প্রিয়ান্তের কাছ থেকে দুরন্ত ফুটবলের আশায় সুদীপ। এদিকে, সোমবার হুডখোলা গাড়িতে ট্রফি নিয়ে ক্লাব তাঁবুতে আসার কথা জানান সচিব শেখ ওয়াসিম আক্রাম।

সম্পাদক ঃ সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস ঃ ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন ঃ ২২৪৩-৫৬৬৩, ২২১০-১৮২০/১২০১, ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪৩-৫৬১৮, ২৪১৯২৩৫৮। জলপাইগুড়ি অফিস ঃ থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস ঃ সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস ঃ এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন ঃ ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস ঃ মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৮৫৮৪৮৮৩২৫৯, ফোন ঃ ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ২২১৬৯৬ (বিজ্ঞাপন ও অফিস), ফ্যাক্স ঃ ২২১৬৯৪। শিলিগুড়ি ফোন ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার ঃ ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন ঃ ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন ঃ ২৫২৬৬৩৫, অফিস ঃ ২৫২৯৬৬১, ২৫২৬৯৯৯ ও ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ ঃ ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, রিপোর্টিং ঃ ২৫২০০০৩, হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। ফ্যাক্স ঃ ০৩৫৩-২৪৩৪৪৪৫/২৫২৯৬৬০।
Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com uttarbanga@indiatimes.com Website : http://www.uttarbangasambad.in